শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা

ডঃ মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

ইংরেজী ১৪৮৫ সাল, ১৪০৭ শকাব্দ বাংলা ৮১১ সালের ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীমন মহাপ্রভু নবদ্বীপের শ্রী জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে আবির্ভূত হন | তিঁনি তার প্রকটকালের ৪৮ বছরের মধ্যে ২৪ বছর গৃহস্থ আশ্রমে এবং বাকী ২৪ বছর সন্ন্যাস আশ্রমে ছিলেন | মূলত বদ্ধ জীবের দুঃখ দূর করে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্যই আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং এমনকি স্নেহময়ী মা এবং সুশীলা স্ত্রীকে পর্যন্ত ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন |

নবদ্বীপ থেকে কিছুটা দূরে বর্ধমান জেলার কাটোয়া নগরে কেশব ভারতী নামে একজন তত্ত্বজ্ঞানী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন | একসময় তিনি নবদ্বীপে এসে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে আসেন | ঐ সময় মহাপ্রভু - অর্থাৎ নিমাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বাড়ীর অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন । শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার যত্নে ও শ্রদ্ধায় সন্ন্যাসীর ভিক্ষা নির্বাহ হয় | আহারের পর বিশ্রামের সময় কথা প্রসঙ্গে সন্ন্যাসের অধিকার এবং গৃহস্থের কর্তব্য সম্পর্কে নিমাই তাঁর কাছ থেকে কিছু জানতে চাইলেন | কেশব ভারতী এই সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নিয়ম ব্যাখ্যা করেন | তিনি বললেন, বর্তমানে বৃদ্ধা মাতার তিনি একমাত্র পুত্র এবং পতিব্রতা স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া এখনও সন্তানের মুখ দেখেন নাই | তিনিই সংসারে তাঁদের একমাত্র আশ্রয় | এজন্য সন্ন্যাস নেয়ার আগেই তাঁদের রক্ষণাবেক্ষনের সুব্যবস্থা আবশ্যক এবং তাদের অনুমতি ছাড়া সন্ন্যাস গ্রহণ অবৈধ এবং শাস্ত্রবিরোধী হবে |

কিন্তু সংসার ত্যাগ এবং সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের জন্য স্ত্রী ও মায়ের অনুমতি অত্যাবশ্যক জানার পরও নিমাই নিজের সংকল্প ত্যাগ করলেন না | সুযোগের অপেক্ষায় তিনি রইলেন | এভাবে একদিন সুযোগ বুঝে মায়ের কাছে তিনি নিজের মনের কথা বললেন | একথা শুনে শচীমাতা মাথায় করাঘাত করে কান্না শুরু করেন | মায়ের এরূপ কান্না শুনেও তিনি মন থেকে দমলেন না | বিভিন্ন ধরণের প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে এবং ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মায়ের মন শান্তি করলেন | পরে ধীরে ধীরে এই সংসার অনিত্য, মানব জীবনের কর্তব্য, ভগবৎ ভজনেই কেবলমাত্র পরম আনন্দ লাভ করা সম্ভব ইত্যাদি সম্পর্কে মাতাকে তত্ত্বজ্ঞাণ প্রদান করলেন -

"কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ |
কি নারী পুরুষ কিবা কেবা কার পতি ||
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধুজন |
তা বিনু সকলি মিছা কহিনু এ তত্ত্ব ||
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব |
সংসারে আরতি করি মরিবার তরে ||"
(চৈতন্যমঙ্গল)

উপরোক্ত অবস্থায় মায়ের মনের অবস্থা অনেকটা অনুকূল হলে নিমাই ধীরে ধীরে জড়-জাগতিক দুঃখের পর পারমার্থিক শান্তি লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থণা জানালেন | পুত্রের মঙ্গল কামনা এবং তার প্রাণের আকাঙ্খা মেটানোর জন্য শচীমাতার মনও উদগ্রীব হলো | কারণ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে নিমাই - এর জীবন ইতিমধ্যেই দুর্বিসহ হয়ে পড়ে | শচী আর স্থির থাকতে পারলেন না | নিজের দুঃখকষ্টের কথা ভুলে গিয়ে একসময় তিনি নিমাইকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন | এই অবস্থায় নিমাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মাকে বললেন -

"ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেম |
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ ||
ধন উপার্জন করে আনে বড় দুঃখ |
আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেমধন ||"
(চৈতন্যমঙ্গল)

শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঐ সময় মাত্র কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পন করেছেন | তখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর | তিনি তখন বাপের বাড়ীতে গিয়েছিলেন | লোকমুখে স্বামীর সন্ন্যাসের অভিপ্রায় শুনে দ্রুত শ্বশুড় বাড়ীতে চলে আসেন | রাত্রে আহারের পর নিমাই যখন শোবার ঘরে বিশ্রাম করছিলেন তখন স্বামীর চরণতলে পতিত হয়ে নিজের মনের ব্যথা ব্যক্ত করেন | কিন্তু নিমাই প্রথমে তাকে কোমল বাক্যে শান্ত করলেন | পরে বিভিন্ন ধর্মীয় জ্ঞানের ব্যাপারে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন | স্বামীর মুখে জীব ও
জগতের স্বরূপ, অনিত্য সংসার, বিষয়ভোগের পরিণাম, ভগবানের আরাধনায় পরম আনন্দ লাভ, প্রীতি এবং মানবজীবনের সার্থকতা ইত্যাদি সম্পর্কে কথাবার্তা শুনে শচীদেবীর মতো শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মনেও বিবেক-বৈরাগ্যের সৃষ্টি হয় | স্বামীর ধর্মপথের সহায় হওয়াই স্ত্রীর কর্তব্য | এসব ভেবে সংসারের সাময়িক সুখভোগের কথা তিনি মন থেকে মুছে ফেলেন | তবে বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা চিন্তা করে তাঁর চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা দিল | তিনি বেচে থাকা সময় পর্যন্ত গৃহে অবস্থান করার জন্য স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানালেন | তখন নিমাই তাঁকে হাসিমুখে জানালেন যে মায়ের অনুমতি তিনি আগেই পেয়েছেন | একথা শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলেন | এই অনিত্য সংসারে মা ও ছেলের অনাসক্তির কথা বুঝতে পেরে বিষ্ণুপ্রিয়ার মন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল | তিঁনি নিজে আর স্বামীকে বাধা দিতে ইচ্ছা করলেন না | তবে সীতার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন | এই অবস্থায় নিমাই সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর নিয়ম - কানুন, স্ত্রী-মুখ দর্শন এবং স্ত্রী - সম্পর্ক পুরোপুরি বর্জনের বিধি - নিষেধ জানালেন | আবার স্ত্রীর অবর্তমানে গৃহের দেবতা শ্রীরঘুনাথের সেবা - পূজা, বৃদ্ধা জননীর দেখাশুনা, অতিথি অভ্যাগতদের সেবা এবং গৃহের রক্ষার ভার ইত্যাদি বিষয়ে স্ত্রীর কর্তব্য পালনের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে উৎসাহিত করলেন | সতী নারীর কাছে স্বামীর আদেশ এককথায় বেদ-বাক্য | বিষ্ণুপ্রিয়া এই কথা ভেবে স্বামীর প্রদত্ত দায়িত্ব সমূহ পালনে স্বীকৃত হলেন | স্ত্রীর অনুমতি পেয়ে নিমাই মনে মনে খুব খুশী হলেন | এরপর গৃহ ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে নিজের অধ্যাত্মসম্পদের ভাগী করবার জন্য উপযুক্তভাবে শিক্ষা প্রদান করেন | উল্লেখ্য যে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই তিনি স্ত্রীকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন |

একসময় নিমাই স্থির করলেন, সবার অগোচরে একদিন গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন | নিমাইয়ের বয়স এখন চব্বিশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে | শীতকাল এবং মাঘমাস শেষ হওয়ার পথে | শুভকাল দেখে তিনি নিজের সংকল্প সাধনে মনস্থির করলেন | মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিন | সূর্য মকর রাশি থেকে কুম্ভ রাশিতে গমন করছে - অতি শুভদিন | এইদিন তিনি গভীর রাতে শয্যাত্যাগ করে চুপিচুপি ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসলেন | তার আগে নিদ্রিতা জননীর উদ্দেশ্যে বার বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবং তাঁর শয়নকক্ষ প্রদক্ষিণ করে মনে মনে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন | পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীরঘুনাথের মন্দিরের দরজার সামনে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে তাঁর নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি এবং আশীর্বাদ প্রার্থণা করলেন | তারপর বৃদ্ধা জননী এবং যুবতী স্ত্রীর রক্ষার ভার তার উপর অর্পণ করে এবং নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে করজোড়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন । এরপর তিনি অতি সাবধানে রাস্তায় বের হয়ে আসলেন । তারপর অতি দ্রুতবেগে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন । তখন তাঁর পরিধানে একখান বস্ত্র মাত্র । মুখে শুধু ভগবানের মধুর নাম । শীতের রাত্রেই তিনি সাঁতার কেটে গঙ্গা নদী পার হলেন এবং ভিজা বস্ত্রে একসময় কাটোয়া নগরে স্বামী কেশব ভারতী মহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হলেন । তাঁকে দেখতে পেয়ে কেশব ভারতী মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলেন । নিমাই তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কর জোড়ে সন্ন্যাস প্রদানের জন্য প্রার্থনা করলেন | ভারতী মহারাজ নিমাই - এর বৃদ্ধা জননী এবং স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে সন্ন্যাস প্রদান করতে প্রথমে অসম্মত হলেন | তাছাড়া নিমাই - এর বয়সও অল্প - একথাও তিনি উঠালেন | কিন্তু নিমাই যখন বললেন যে মা এবং স্ত্রীর অনুমতিতেই তিনি সন্ন্যাস নেয়ার জন্য এসেছেন | ভারতী মহারাজ তখন সন্ন্যাস প্রদানে সম্মত হলেন | তিনি তখন সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব কৃত্য - যেমন মস্তক মুন্ডন ও আত্মশ্রাদ্ধাদি সহ আনুসাঙ্গিক অপরাপর কার্য সম্পাদনের আদেশ দিলেন | আশ্রমের কাছে মধু নাপিতের বাড়ী | এই আশ্রমে যে কেউ সন্ন্যাস নিতে আসে মধুই তার মস্তক মুন্ডন করে দেয় । নিমাই - এর কম বয়স এবং অতি কমনীয় রূপ দেখে সে তাঁর মাথা মুন্ডন করতে অসম্মত হয় । তখন নিমাই বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য, সংসারের অনিত্যতা, বিষয়ভোগের বিষময় ফল, মানবজীবনের কর্তব্য, ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে এমন সব কথা মধুকে বললেন যাতে সে একেবারে মোহিত হয়ে যায় । একসময় সে নিমাই - এর মাথা মুন্ডন করে দিল । নিমাই তখন আনন্দে গঙ্গাস্নান করলেন এবং ভারতী মহারাজের কাছে উপনীত হয়ে প্রণত হলেন ।

ধীর-স্থির প্রশান্ত চিত্ত ভারতী মহারাজ তখন নির্বাক। নিজের আসনে উপবিষ্ট। শাস্ত্রজ্ঞ আচার্যের সহায়তায় সন্ন্যাসের বিভিন্ন কার্য সুসম্পন্ন হলো| নিমাই চিরকালের জন্য পিতৃপুরুষদিগের পিন্ডদান করে সবশেষে নিজের পিন্ড নিজে গ্রহণ করলেন|

গভীর রাত্রে আশ্রমে হোম কুন্ডে অগ্নি প্রজ্বলন করা হলো। মুন্ডিত মস্তক এবং শিখা ও সূত্রধারী নিমাই তখন অগ্নির সম্মুখে উপবেশন করলেন। তাঁর পাশে কেশব ভারতী মহারাজ বসলেন। তাঁর আদেশে শাস্ত্রানুযায়ী সব কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার পর বিরজা হোম আরম্ভ হলো। নিমাই যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দিয়ে আত্মশুদ্ধি করলেন। এরপর কেশব ভারতী মহারাজ নিমাই প্রদত্ত মন্ত্রেই তাকে সন্ন্যাস প্রদান করেন। নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। পরবর্তী সময়ে ভক্তদের মাঝে চৈতন্য মহাপ্রভু নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিতি লাভ করেন|